সিফাতুল জান্নাহ-এর অনুবাদ

ওপারের সুখগুলো

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

অনূদিত

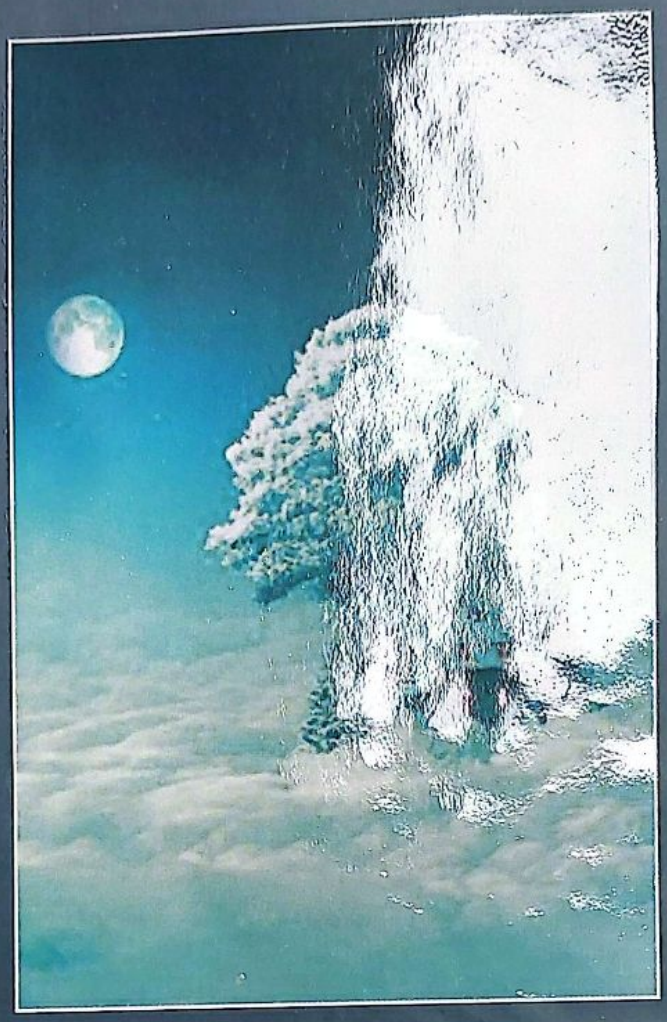

একদিন হৃদয়জুড়ে হতাশার কালো মেঘ আর থাকবে না। বুকের মধ্যিখানে জমে থাকা অব্যক্ত দুঃখগুলো এক নিমিষেই ম্লান হয়ে যাবে। হৃদয়ের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা না পাওয়ার শত লিষ্ট ঠিক সেদিন পূর্ণতা পাবে—যেদিন তোমার রব তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বলবেন,

"হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের সাথে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।" (সুরা ফজর: ২৭-৩০)

সূচিপত্র

জান্নাতের বর্ণনা ১৫

আছে কি কোনো জান্নাতের পাগল ব্যক্তি? ১৫
ওপারের সুখগুলো ১৬
ওপারের নিয়ামাহ ১৭
নবিজির বর্ণনায় জান্নাত ১৭
জান্নাতের প্রাঙ্গণে মাটির বিবরণ ১৮
ওপারেতে সর্বসুখ ১৯
সেই সুখ থাকবে জনম জনম ২১
তোমরা এখানে সুখে থাকো ২৩
জান্নাতে কোনো দুঃখ নেই ২৩
জান্নাতে কোনো কষ্ট নেই ২৪
জান্নাতীদের রূপ-লাবণ্য ২৫
জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য ২৫
জান্নাতীদের বিবরণ ২৭
জান্নাতের স্তর ২৮

জান্নাতু আদনে'র নিয়ামাহ ২৯

জান্নাতু আদন: যেখানে আছে সর্বসুখ ২৯
'জান্নাতু আদন' নাম রাখার কারণ ৩০
জান্নাতীদের সেবক ৩০
জান্নাতের উপাদানসমূহ ৩১
সকালের নরম বাতাসের উৎস ৩২
জান্নাতু আদনের স্থান ৩৩
আখিরাতের অবস্থা এবং সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি ৩৩
সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি ৩৮
সুসংবাদ জান্নাতীদের জন্য ৪২
জান্নাতের নরম বাতাস ৪৩
জান্নাতুল ফেরদাউস ৪৩

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ ৪৪
জান্নাতের বৃক্ষ ৪৪
মনোমুগ্ধকর আওয়াজ ৪৬
জান্নাতের গাছগুলো হবে স্বর্ণের ৪৬
জান্নাতে খেজুর বৃক্ষ ৪৭
জান্নাতের ফলের বর্ণনা ৪৭
তুবা বৃক্ষের বর্ণনা ৪৮
তুবা বৃক্ষ ৪৮
তুবা বৃক্ষের ছায়া হলো শ্রেষ্ঠ মিলনমেলা ৪৯
জান্নাত সংক্রান্ত কিছু আয়াতের তাফসির ৫০

সুমিষ্ট পানী হাউযে কাউসার ৫২
হাউযে কাউসারের বর্ণনা ৫২
হাউযে কাউসার ৫৩
'বাইদাখ' নামক মনোরম জায়গা ৫৫
হাউযে কাউসার সম্পর্কে আরো কয়েকটি বর্ণনা ৫৭
চারটি নহর ৬২
জান্নাতের স্তর ৬২
পানি, মদ ও শরাবের সমুদ্র ৬২
জান্নাতের বাসন-পত্র ৬৩

রবের সাথে সাক্ষাত ৬৪
রবের সাথে বান্দারা জান্নাতে খুব কাছ থেকে কথা বলবে ৬৪
সেদিন জান্নাতীদের জন্য রবের পক্ষ থেকে সালাম দেওয়া হবে ৬৬
দিদারে রাব্ব ৬৭
জুমআর ফযিলত ৬৯
রাব্বে কারিমের দিদার হবে সেরা উপহার ৭০

জান্নাতবাসীদের পানাহারের বর্ণনা ৭৫
মাছের কলিজা সর্বপ্রথম আহার করবে ৭৫
জান্নাতীদের খাবার-দাবারের অবস্থা ৭৭
পাখির ভূনা গোস্ত ৭৮
পাখির গোস্ত হবে অনেক সু-স্বাদু ৭৮
আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আহার করাবেন ৮০
জান্নাতীদের আহারের ব্যাপারে একজন ইহুদির প্রশ্ন ৮১

জান্নাতের ফলমূলের অবস্থা ৮১
বৃক্ষগুলো জান্নাতীদের নিকট ঝুঁকে থাকবে ৮১
জান্নাতীদের আহারের অবস্থা..... ৮৩
জান্নাতীদের পানাহারের বর্ণনা..... ৮৪
জান্নাতের ফলের বর্ণনা ৮৫
বিশুদ্ধ শরাবের বর্ণনা..... ৮৫
শারাবান তাহুরা ৮৭
তাসনিমের পানি ৮৮
রাহিকুম মাখতুম..... ৮৮
বিশুদ্ধ শরাব ৮৯
শরাবের পানপাত্র ৮৯
ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় জান্নাতের মাটি ও পোষাক ৯২
হাউযে কাউসারের বর্ণনা ৯৩

জান্নাতীদের পোষাকের বর্ণনা ৯৪
জান্নাতীদের পোষাক-পরিচ্ছদ.....৯৪
জান্নাতীদের পোষাক তৈরীর কারখানা.....৯৪
জান্নাতীদের কাপড়সমূহের সৌন্দর্য..... ৯৫

জান্নাতীদের সুখের বিছানাসমূহ..... ৯৭
জান্নাতের বিছানার উচ্চতা.....৯৭
কবিতায় জান্নাতের সুখ ৯৮
পোষাকগুলো হবে রং-বেরঙের.....৯৯
বিশাল প্রাসাদের বিবরণ.....৯৯
জান্নাতীদের পোষাকের বিবরণ.....৯৯
জান্নাতী নারীদের পোষাকের জোড়া হবে অনেক ১০০

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ..... ১০১
হীরার বাড়ি.....১০১
জান্নাতের সাদা প্রাসাদ.....১০১
জান্নাতের স্বর্ণের অট্টালিকা.....১০২
জান্নাতু আদন ১০৩
জান্নাতের সামান্য জায়গার মূল্য..... ১০৩
মুক্তার অট্টালিকা.....১০৪
জান্নাতের অট্টালিকার উপাদান.....১০৪

জান্নাতীদের স্তরসমূহ ১০৫
জান্নাতে একশ'টি স্তর থাকবে ১০৬
জান্নাতীদের সেরা স্তরে অবস্থান ১০৭
জান্নাতের সাওয়ারী ১০৯
জান্নাতের বালাখানা ১০৯
ওসিলা নামক স্তর ১১০

জান্নাতের ফেরেশতা ১১১
ফেরেশতাদের আকৃতি ১১১
জান্নাতু আদন : সর্বসুখের স্থান ১১৩

জান্নাতের সেবকদের বর্ণনা ১১৫
জান্নাতের সেবক ১১৫
খাদিমের বর্ণনা ১১৫

জান্নাতীদের ভাষা ১১৭
জান্নাতীদের ভাষা ১১৭

জান্নাতীদের অলংকার ১১৯
জান্নাতীদের অলংকারের শুভ্রতা ১১৯
যদি জান্নাতী ব্যক্তি দুনিয়াতে উঁকি মেরে তাকায় ১২০

জান্নাতের দরজাসমূহ ১২১
জান্নাতের দরজা ১২১
জান্নাতের দরজার প্রস্থ ১২১
জান্নাতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ১২২
জান্নাতুর রাইয়্যান ১২৩
সর্বপ্রথম জান্নাতের বৃত্ত নবিজি ধরবেন ১২৪
মুজাহিদদের দরজা ১২৫
অজানা অনেক নিয়ামাহ থাকবে জান্নাতে ১২৬
জান্নাতের একটুখানি জায়গা ১২৬
জান্নাতীদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত হবে ১২৬

জান্নাতীদের পরস্পরে সাক্ষাত-নিকেতন ১২৮
ওপারে গিয়ে আবার দেখা হবে ১২৮
পরস্পরের সাক্ষাতের বিবরণ ১২৯

শহিদগণের মর্যাদা..... ১২৯
উড়ন্ত ঘোড়া..... ১৩০
জান্নাতে ঘোড়াও থাকবে..... ১৩১

জান্নাতের বাজার..... ১৩৪
জান্নাতের বাজার..... ১৩৪

জান্নাতীদের গান-বাজনা..... ১৩৭
হুর রমণীদের গান..... ১৩৭
গাছ এবং গায়িকাদের গান..... ১৩৮
জান্নাতীদেরকে ইসরাফিল আ. গান গেয়ে শোনাবে..... ১৩৯
হৃদয়কাড়া মৃদু আওয়াজ..... ১৪০
হুর রমণীদের পাগল করা গান..... ১৪০

জান্নাতীদের সহবাস..... ১৪২
জান্নাতীদের সহবাস..... ১৪২
জান্নাতীদের কোনো পেশাব-পায়খানা হবে না..... ১৪৪
জান্নাতীর বিয়ে..... ১৪৫
জান্নাতীদের স্ত্রী..... ১৪৬
জান্নাতীদের উপহার..... ১৪৭
দুনিয়ার নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব..... ১৪৮
জান্নাতে কেউ বৃদ্ধা থাকবে না..... ১৪৯
হুর রমণীর সৌন্দর্য..... ১৫০

হুরেইন : জুড়িয়ে দিবে জীবন..... ১৫২
মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে অনেক হুরেইনকে বিবাহ করতে পারবে..... ১৫২

হুরেইনের গুণাগুণ..... ১৫৪
চক্ষু দু'টো কাজল কালো..... ১৫৪
ডাগর ডাগর চোখ..... ১৫৫
ঢেড় মায়াবী মুখ..... ১৫৫
হুরেইনের উজ্জলতা..... ১৫৫
হুর স্ত্রীদের অভিযোগ..... ১৫৬
লাবা নামক হুর..... ১৫৭
স্বপ্নের মাঝে হুর রমণী..... ১৫৮
হুরেরা এখন পর্দায় আবৃত আছে..... ১৫৮

রোমান্সের একটি জায়গা থাকবে.....১৫৮
জান্নাতীদের খিমা.....১৬০
জান্নাতের পাখি.....১৬২
পাখির ভূনা গোস্ত.....১৬২
জান্নাতে শূণ্য ময়দান থাকবে.....১৬৪
রাব্বে কারিমের দিদার হলো সবচে' বড় নিয়ামাহ.....১৬৫
জান্নাতের গান.....১৬৭
জান্নাতের বড় নিয়ামাহ.....১৬৭
জান্নাতের মাটি.....১৬৮
জান্নাতু নাঈম.....১৬৯
সমুদ্রের তীরে.....১৬৯
স্বপ্নের সেই রাণী.....১৬৯
হুর রমণীর মুচকি হাসি.....১৭০
হুর রমণীদের থুথু.....১৭০

জান্নাতের বর্ণনা

আছে কি কোনো জান্নাতের পাগল ব্যক্তি?

[১] উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাতের আলোচনায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন,

أَلا مُشَمِّرٌ إِلَيْهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ وَزَوْجَةٌ لَا تَمُوتُ فِي حُبُورٍ وَنَعِيمٍ فِي مَقَامٍ أَبَدًا.

জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী কেউ কি আছে? জান্নাত এবং কাবার রবের শপথ করে বলছি! জান্নাতের পুষ্পরাজি সুঘ্রাণ ছড়াবে। সেখানে থাকবে বহমান স্রোতস্বিনী, পরমা (রূপসী) চির অমর স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থান সবুজ শ্যামলিময় নিয়ামতে ভরপুর।[১]

[২] উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী কেউ কি আছে? জান্নাতের বিকল্প বা সমতুল্য কিছু নেই। কাবার রবের শপথ করে বলছি, (জান্নাত এত সুন্দর, এত সুন্দর যে) তার আলো ঝলমল করে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। পুষ্পরাজি সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকবে চারদিক। (সেখানে) থাকবে সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ, বহমান স্রোতস্বিনী, সুমিষ্ট ফলের প্রাচুর্য, অলংকারে সজ্জিতা পরমা রূপসী (সুন্দরী) স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থান সবুজ শ্যামলিময় নিয়ামতে ভরপুর হবে, গগণচুম্বী নিরাপদ ও মনোরম বাড়িঘর (থাকবে)। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এ জান্নাতের জন্য

---

[১] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৫; তাফসিরে বাগাভী: ১/৪২।

কোমর বাঁধলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন— তোমরা বরং ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) বলো। অতঃপর সকলেই ইনশা আল্লাহ বললেন।[২]

ওপারের সুখগুলো

[৩] সাহল ইবনু সাদ আস সাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, সে মজলিসে তিনি জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামাহর কথা আলোচনা করলেন। সবশেষে তিনি বললেন,

فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

> জান্নাতে এমন নিয়ামত (সুখ-সামগ্রী) বিদ্যমান রয়েছে, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের মনে তার ধারণার উদ্রেকও হয়নি।

তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে পৃথক থাকে। তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা দান করে। কেউ জানে না তার কৃতকর্মের বিনিময়স্বরূপ তার জন্য নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[৩]

বর্ণনাকারী বলেন—এ বিষয়টি আমি মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল-কুরদিকে বললে তিনি (বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞেস করলেন, আবু হাযিম কি তোমাকে এ হাদিসটি শুনিয়েছেন? আমি বললাম—হ্যাঁ, তাদের মাঝে অনেক বিচক্ষণ লোক রয়েছে। তারা আল্লাহর জন্য তাদের আমল গোপন করেছে আল্লাহও তাদের জন্য

---

[২] যয়িফ। আস-সুনান, ইবনু মাজাহ: ৪৩৩২; আস সহিহ, ইবনু হিব্বান: ২৬২।

[৩] সুরা সাজদা: ১৬/১৭।

তাদের পুরস্কার গোপন করেছেন। তারা যেদিন তাদের রবের নিকট পৌঁছবে, সেদিন তাদের চক্ষুদ্বয় শীতল হবে। জান্নাতের বিভিন্ন সুখে তাদের বুক ভরে যাবে।[৪]

ওপারের নিয়ামাহ

[৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি। এ কথাটি অনুরূপ আল-কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে,

> কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন মুগ্ধকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ। (সুরা আস সাজদাহ : ১৭)।[৫]

অন্য বর্ণনায় আছে—আবু হুরাইরা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চক্ষু কক্ষনো দেখেনি, কোন কর্ণ কক্ষনো শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ যা কক্ষনো চিন্তাও করেনি। এসব নিয়ামত আমি জমা রেখে দিয়েছি। তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যা অবগত করিয়েছেন তা অবগত হয়েছেন।[৬]

নবিজির বর্ণনায় জান্নাত

[৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কোন কোন জিনিষের মাধ্যমে জান্নাতকে নির্মাণ করা হয়েছে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

[৪] সহিহ মুসলিম: ৪/২১৭৫; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫/৩৩৪।

[৫] সহিহ মুসলিম: ৭০২৪।

[৬] সহিহ মুসলিম: ৭০২৫।